দৈনিক সংবাদ

56

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা হোক

সংবাদ রিপোর্টার ॥ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্পর্কে বিরোধী দলের একটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব গত-রাতে সংসদের অধিবেশনে সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের এডভো-কেট আসাদুজ্জামান গত ৫ই ফেব্রু-য়ারী প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেন। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি ছিল : "সংসদের অভিমত এই যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষা-ঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।" গতকাল বৃহস্পতিবার বেসরকারী সদস্য দিবসে প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার পর রাত ৯টা ৫০ মিনিটে অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার কোরবান আলী প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে দেন। সর-কার ও বিরোধী দলেরসব সদস্যই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটির ওপর সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ও বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনাসহ উভয়পক্ষের ১৪ জন আলোচনায় অংশ নেন। প্রস্তা-বের বিরোধিতা কেউ করেননি।

আসাদুজ্জামান

সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ওপর আলো-চনার সুচনা করে এডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেন, 'শিক্ষাঙ্গন পবিত্র স্থান। এ পবিত্র স্থানকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরি-বেশ।' তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর যারা ক্ষমতায় আসে, তারাই অস্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিল।

ডাঃ মতিন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ মতিন প্রস্তাবের ওপর সরকার পক্ষ থেকে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও বিরোধী দলকে ঐকমত্যে পৌছাতে হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা বাস্ত-বায়ন সম্ভব হবে।

তিনি শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে পুলিশকে দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করে বলেন যে, এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন প্রয়োজন।

শেখ হাসিনা

বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র-মুক্ত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হলে জাতীয় রাজনীতি থেকেও অস্ত্রের খেলা বন্ধ করতে হবে। অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখলের পালা শেষ না হলে শিক্ষাঙ্গনও অস্ত্রমুক্ত হতে পারে না।

তিনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অস্ত্রের রাজনীতির জন্য সরকারকে দায়ী করে বলেন, সরকারই সেখানে অস্ত্র সরবরাহ করে।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার ওপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

মিজান চৌধুরী

সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষাঙ্গনে সরকার কর্তৃক অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের আমদানী হয়।

তিনি বেআইনী অস্ত্রধারীদের 'ডিটেনশন' দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, হত্যার রাজ-নীতির শেষ নেই। একটি 'ভায়ো-লেন্স' থেকে আর একটি 'ভায়ো-লেন্স' জন্ম নেয়।

অন্যান্য বক্তা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর আলো-চনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

রাজনীতি বন্ধ করা হোক

(১ম পাতার পর)

উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান, এন-এপি'র সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আও-য়ামী লীগের তোফায়েল আহ-মদ ও কামরুজ্জামান, জাসদ (সিরাজ)-এর মীর্জা সুলতান রাজা জামায়াতে ইসলামীর মুজিবর রহমান, জাসদ (রব)-এর আ,স,ম রব ও মুসলিম লীগের আয়েনুদ্দিন।

গতকাল অধিবেশন বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয়েছিল। নামাজের বিরতির আগে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব।

গতরাত ৯-৫০ মিনিটে অধি-বেশন মুলতবী হয়।